14 NOV 2012

যায়যায়দিন

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাবিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত সুফিয়া কামাল হলসহ বেশ কয়েকটি স্থাপনার উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত সব ধরনের কর্মসূচি বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। আজ সকাল ১০টায় সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিতব্য ওই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে কলা অনুষদের ডিন কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন এই ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামে নবনির্মিত হলটির নামকরণসহ মোট ৪ দফা দাবি জানানো হয়। অন্য দাবিগুলো হচ্ছে- প্যানেল ঘোষণা করে অবিলম্বে উপাচার্য নির্বাচন, ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর সহাবস্থান ও হিযবুত তাহরীর সন্দেহে ৫ শিক্ষককে হয়রানির দায়ে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

সংবাদ সম্মেলনে সদরুল আমিন বলেন, শুরু থেকেই হলটি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামে করার কথা ছিল। এমনকি এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট সভায় পাসও করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই এটি কবি সুফিয়া কামালের নামে নামকরণ করা হয়। এটা রাজনৈতিক আক্রোশ ভিন্ন কিছুই নয়। তিনি হলটি বেগম জিয়ার নামে নামকরণের দাবি জানান।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত বলেন, সরকারের পৌনে চার বছর শেষ হলেও এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সহাবস্থান সৃষ্টি হয়নি। বিরোধীদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর একের পর এক জুলম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করে নির্বাচন দেয়ার বিষয়টি ভুলতে বসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাই অগণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত উপাচার্যের অধীনে কোনো কর্মসূচি মেনে নেয়া হবে না। অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম বলেন, গণতন্ত্রের পেটে লাথি মেরে শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

শিক্ষকদের : ঢাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্য একনায়কতান্ত্রিক আচরণ করছেন। দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে অবৈধ সব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করছেন তিনি। গত চার বছরে ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের সহাবস্থান নেই। তাই বাধ্য হয়ে এ ধরনের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। তবে দাবির সমর্থনে কোনো কর্মসূচি পালন করা হবে না বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রসায়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম এবং সিন্ডিকেট সদস্য মাজহার আনোয়ার।

আবাসন সুবিধা পাচ্ছে দুই হাজারের অধিক শিক্ষার্থী : এদিকে নতুন হল ও একটি ভবন নির্মাণ করায় আবাসন সুবিধা পেতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ২ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী। বেগম সুফিয়া কামাল হলসহ জগন্নাথ হলের সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটছে। এছাড়াও বেগম রোকেয়া হলের (প্রস্তাবিত) ১১ তলাবিশিষ্ট নতুন এই মার্চ ভবন, শিক্ষকদের জন্য ২০ তলাবিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু টাওয়ার ভবন' নির্মিত হলে এ অবস্থার আরো পরিবর্তন হবে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।

সুফিয়া কামাল হল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানায়, প্রাথমিকভাবে হলে ১ হাজার ছাত্রীকে সিট দেয়া হবে। বিভিন্ন বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্রীর আবাসিকতায় প্রাধান্য পাবে। তবে গণরুমগুলোতে নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০১২-১৩) প্রথমবর্ষের ছাত্রীদের আবাসিকতা দেয়া হবে। ইতোমধ্যে রোকেয়া, শামসুন নাহার ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলে যেসব ছাত্রী দ্বৈতাবাসিক; তাদের কাছ থেকে নিজ নিজ হলের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে জগন্নাথ হলের নবনির্মিত ৮তলা ভবনে প্রথমে ৮০০ ছাত্রকে আবাসিকতা দেয়া হবে। পরে দেয়া হবে ২০০ জন শিক্ষার্থীকে। হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. অজয় কুমার দাস জানান, এই ভবনটি সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে করা হয়েছে। পুরাতন ভবন থেকে সব ছাত্রকে আবাসিকতা দেয়ার পর সিট খালি থাকলে পর্যায়ক্রমে অন্য ছাত্রদের দেয়া হবে।

এদিকে নতুন হল ও জগন্নাথ হলের ভবনটি উদ্বোধন করা হলে শিক্ষার্থীদের আবাসন সঙ্কট অনেকটাই কেটে যাবে বলে মনে করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা জানান, ঢাবিতে আবাসন সঙ্কট দীর্ঘদিনের। সিটের আশায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের বাধ্য হয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সূত্র জানায়, ছাত্রদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে 'বিজয় ৭১' হলের নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ৮৫ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে আসন সংখ্যা রয়েছে ১০০০টি। আগামী বছর মার্চ নাগাদ এর উদ্বোধন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই হলটি নির্মিত হলে ছাত্রদের আবাসন সঙ্কট প্রায় কেটে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত হল উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন। প্রতিবছরই নতুন হল নির্মাণ করলে আবাসন সঙ্কট অনেকটাই নিরসন সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি।